আল্লাহ্‌ওয়ালাদের নামায

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

আল্লাহ্-ওয়ালাদের নামায

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮১৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُوا اللّٰه, تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَة" অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

কুরআন ও নামাযের পাগল

হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে-কিরামের মুজাহা ও ইবাদতের উল্লেখ করতে গিয়ে শাময়ি-রিসালাতের দুইজন পরোয়ানার ঘটনা বর্ণনা করত: ফরমাচ্ছেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে কোনো এক গাযওয়ায় গিয়েছিলাম। ফিরার সময় আমরা একটি পাহাড়ী এলাকা দিয়ে আসছিলাম। হুজুর পাক صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে সেখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন। সকল সাহাবায়ে-কিরাম বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সেখানে অবস্থান করলেন। আল্লাহ্র মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, আজ রাতে তোমাদের মধ্য হতে কে পাহারা দেবে? একজন মুহাজির এবং একজন আনসার সাহাবী দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এই সৌভাগ্যটুকু আমরা পেতে চাই। আপনি আমাদেরকে কবুল করুন। অতএব তারা দুইজন অনুমতি পেয়ে পাহারা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁরা দুইজন পরস্পর পরামর্শ করলেন। আনসারী সাহাবীটি বললেন, আমরা একজন অর্ধেক রাত পর্যন্ত পাহারা দেব, অন্যজন ঘুমাবে। বাকি আধা রাত তিনি পাহারা দেবেন, অন্যজন ঘুমাবে। সুতরাং এখন আপনি ঘুমান। আমি পাহারা দিই। পরের বেলায় আপনি পাহারা দেবেন। অতএব, মুহাজির সাহাবীটি ঘুমিয়ে পড়লেন। আর আনসারী সাহাবীটি পাহারা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি নামায পড়তে লাগলেন। নামাযে তিনি সূরা কাহাফ পড়তে লাগলেন। এমন সময় শত্রুপক্ষ থেকে একজন লোক এল। সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখতে পেল, একজন লোক নামায পড়ছেন। সে তখন ধণূকে তীর ঢুকাল। তারপর তাক করে নামাযে রত সাহাবীটির প্রতি তীর ছুঁড়ল। তীরটি এসে তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কোনোরূপ নড়াচড়াই করলেন না। নামাযেই মশগুল থাকলেন। জালিমটি আরো একটি তীর মারল। সেটি তাঁর পবিত্র দেহ মোবারকে বিদ্ধ হয়ে গেল। তিনি কিন্তু নামায ছাড়লেন না। শত্রুটি আবারো তৃতীয় তীর মারল। সেটিও সোজা এসে তাঁকে বিদ্ধ করল। তিনি যথারীতি রুকূ-সিজদা দিয়ে নামায শেষ করলেন।

তারপর সাথীটিকে জাগিয়ে দিলেন। শত্রু কাফিরটি যখন দেখতে পেল যে, এখানে তিনি একা নন, তাঁর সাথীও নিকটেই আছেন, তখন সে শীঘ্র পালিয়ে গেল। মুহাজির সাহাবীটি যখন আপন সাথীর এই করুণ অবস্থা দেখতে পেলেন, তাড়াতাড়ি তাঁর শরীর থেকে তীর বের করে নিলেন। তারপর বললেন, শত্রু আপনাকে হামলা করছে, আপনি আমাকে জাগিয়ে দেবেন না? জবাবে কুরআন ও নামাযের পাগল আনসারী সাহাবীটি বললেন, নামাযে আমি একটি সূরা আরম্ভ করেছিলাম। তাই আমি সূরাটি অর্ধেক অবস্থায় রেখে নামায ভেঙ্গে দেওয়া সমীচীন মনে করি নি। আল্লাহ্‌র কসম, আমাকে যদি প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাহারা দেবার যিম্মাদারী না দিয়ে থাকতেন, তাহলে তো আমি প্রাণই দিয়ে দিতাম। তবে সূরাটি অবশ্যই শেষ করতাম। কিন্তু আমাকে হুজুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাহারা দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই আমার দায়িত্ব ছিল, সেটি সুন্দর সুচারু রূপে পালন করার। আমি যখন দেখলাম যে, আমি অত্যন্ত আহত হয়ে গেছি, তখনই আমি সেই যিম্মাদারীর কারণেই নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছি। আর আপনাকে জাগিয়ে দিয়েছি। যাতে করে শত্রু পরবর্তী আক্রমণ না করতে পারে। **(উয়ূনুল হিকায়াত। হিসসাঃ ১, পৃষ্ঠা ৩৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কুরবান হয়ে যেতে মন চায়! সেই সব হাস্তীদের ভেতর নামায ও কুরআনের মহব্বত কেমন রূপ ছিল! প্রাণের মায়া করেন নি। নামাযেই মশগুল হয়ে থাকলেন। এদিকে আমরাও তো রয়েছি। প্রথমত: নামায তো পড়িই না। পড়িও যদি ঘর-সংসার আর ব্যবসায়-বাণিজ্যের চিন্তা এমন ভাবে সওয়ার হয় যে, খুবই তাড়াহুড়া করে নামায শেষ করে ফেলতে চাই। মনে হয় যেন কোনোরূপ দায়সাড়া নামাযই পড়ি। মনে রাখবেন, তাড়াহুড়া করে নামায পড়ার কারণে সাধারণত: নামাযে এমনসব ভুল-ভ্রান্তিও হয়ে যায় যে,

নামাযই নষ্ট হয়ে যায়। যথা: হযরত সায়্যিদুনা হোযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, যিনি নামায পড়ার সময় রুকু-সেজদাগুলো শুদ্ধ ও পুরোপুরিভাবে আদায় করছিলেন না। তিনি লোকটিকে বললেন, আপনি যেই

নামায পড়েছে, সেই নামাযেই যদি আপনার ইন্তেকাল হয়ে যায়, তাহলে নবী পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তরিকার উপর আপনার মৃত্যু হবে না। (সহীহ বুখারী। কিতাবুল আযান। বাবু ইযা লাম ইউতিম্মার রুকু। ১/২৭৭, হাদীস-৭৯১) অপর এক রেওয়ায়তে এমনও রয়েছে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কখন থেকে এভাবে নামায পড়ে আসছেন? লোকটি জবাব দিলেন, চল্লিশ বৎসর যাবৎ। তিনি বললেন, চল্লিশ বৎসর যাবৎ আপনি কোনো নামাযই পড়েন নি। এই অবস্থায় যদি আপনার মৃত্যু আসে, তাহলে দীনে-মোহাম্মদীর উপর মৃত্যু হবে না। (নাসায়ী। কিতাবুস সাহু। বাবু তাত্বফীফিস সালাত, পৃষ্ঠা ২২৫, হাদীস-১৩০৯)। আল আমান, ওয়াল হাফীয। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ঈমানের হেফাযত করুন!

খোদায়া বুরে খাতেমে সে বাচা লে
গুনাহ্গার হে জাঁ বলব ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ধীরে-সুস্থে নামায পড়ার শিক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে তশরিফ আনলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এলেন। নামায পড়লেন। তারপর নবী পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে এসে সালাম জানালেন। নবী পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালামের জবাব দিলেন। তারপর ইরশাদ করলেন, যাও, নামায পড়। কেন না, তুমি (শুদ্ধরূপে) নামায পড়নি। অতএব লোকটি গিয়ে আগের মত নামায পড়লেন। তারপর নবী পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে গিয়ে সালাম আরজ করলেন। হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালামের জবাব দিয়ে বললেন, যাও, নামায পড়। কেন না, তুমি নামাযই পড়নি। এমনরূপ তিনবার হল। তারপর লোকটি আরজ করলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন, আমি নামায এভাবেই পারি। আপনি আমাকে শুদ্ধ নামায শিখিয়ে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি যখন নামাযের জন্য

দাঁড়াবে, তখন প্রথমে তাকবীর বলবে। তারপর তোমার জন্য যতটুকু সহজ হয় ততটুকু কুরআন পড়বে। তারপর ধীরে-সুস্থে রুকু-সেজদাগুলো করবে। তারপর মাথা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর ধীরে-সুস্থে সিজদা করবে। তারপর মাথা তুলে শান্ত হয়ে বসে যাবে। এভাবে পুরা নামায শেষ করবে।

(বুখারী। কিতাবুল আযান। বাবু উজূবিল কিরাআত। ১/১৫২, হাদীস-৭৫৭)

নামাযোঁ মেঁ মুঝে হারগিয না হো সুসতী কভী আক্বা
পড়োঁ পাঁচোঁ নামাযেঁ বা জামাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, ওয়াজিব থেকে গেলে নামায দোহরানোও ওয়াজিব হয়ে যায়। মনে রাখবেন, ভুলবশতঃ ওয়াজিব তরক হয়ে গেলে সাহু সেজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর জেনে-শুনে তরক হলে, নামাযকে দোহরানো ওয়াজিব হয়ে যায়। আরো জেনে রাখবেন, নামাযে তাদীলে আরকান অর্থাৎ ধীরে-সুস্থে শান্ত ভাবে রোকনগুলো আদায় করা ওয়াজিব। কেন না, ঐ বুজর্গ লোকটি তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করেছিলেন। তাই নামায দোহরাতে হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রতিবারেই নামায পড়ে আসতেন আর সালাম পেশ করতেন। আর তাঁকে নামায পড়ার জন্য পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হত। হুজুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে প্রথম বারেই নামাযের তরিকা শিখিয়ে দেন নি। বরং কয়েকবার তাঁকে দিয়ে নামায পড়ানোর পরই শিখিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে ঘটনাটি তাঁর মনে থাকে। আর মাস্আলাও ভালভাবে মুখস্থ হয়ে যায়। কারণ, যা অপেক্ষা ও কষ্টের মাধ্যমে অর্জিত হয়, সেটি মনে থেকে যায়।

(মিরআতুল মানাজীহ্। ২/১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদিস ও সেটির ব্যাখ্যা থেকে বুঝা গেল, নামায খুবই ধীরে ধীরে এবং শান্তভাবে পড়তে হয়। হাদিস শরীফে যে বলা হয়েছে ‘শান্তভাবে ধীরে ধীরে রুকু করবে। তারপর রুকু থেকে মাথা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে সেজদায় যাবে। তারপর শান্ত হয়ে বসে যাবে’–সেটির নামই তাদীলে আরকান। সদরুশ শরীয়াহ্, বদরুত তরীকাহ্, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাহারে শরীয়তে

ফরমাচ্ছেন, তাদীলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সেজদা, কাওমা, জালসায় (রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো এবং দুই সেজদার মাঝখানে বসায়) অন্তত পক্ষে একবার সুবহানাল্লাহ্ পড়ার সমপরিমাণ থামা ওয়াজিব। তাদীলে আরকান করতে ভুলে গেলে সাহু সেজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়ত। হিসসাঃ ৩। ১/৫১৮। হিসসাঃ ৪। ১/৭১১)

সর্বাবস্থায় বিশুদ্ধ রূপে অযু-গোসল করার পাশাপাশি নামাযের ওয়াজিব বিষয়াদি, মাকরূহ বিষয়াদি, ভঙ্গকারী বিষয়াদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাস্আলা-মাসায়িল জেনে রাখা দরকার। এতে করে আমাদের নামায নষ্ট হবে না। কেন না, প্রত্যেক আকেল, বালেগ মুসলমানের উপর নামায পড়া যেমনরূপ ফরয অনুরূপ প্রয়োজনীয় মাস্আলা-মাসায়িল জেনে নেওয়াও ফরয।

‘নামাযের আহকাম’ কিতাবের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, বানিয়ে দাওয়াতে ইসলামী হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলিম সমাজের কল্যাণের জযবার আওতায় নামাযের মাস্আলা-মাসায়িল সংক্রান্ত ৪৯৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত ‘নামায কে আহকাম’ নামের অত্যন্ত সহজ একটি কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবটি মূলত: আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখিত বারটি রিসালার সমন্বিত রূপ, যা সন্দেহাতীত ভাবে মুসলিম সমাজের জন্য একটি বড় উপহার। কিতাবটিতে অযু, গোসলের নিয়ম-কানুন থেকে শুরু করে নামাযের নিয়ম-কানুন, ফযীলত, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মাকরূহ এবং নামায ভঙ্গকারী বিষয়াদিও উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়াও কাযা নামায আদায় করার পদ্ধতি, আযান ও আযানের জবাবের কলিমা, সেটির ফযীলত, সফরের নামায, ঈদের নামায, জানাযার নামায ইত্যাদির পদ্ধতিসহ এতদসংক্রান্ত জরুরি মাসআলা-মাসায়িলগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে কিতাবটি ঘরে ঘরে রাখা দরকার। তাই সকল ইসলামী ভাইদের উচিত মাকতাবাতুল মদীনা থেকে কিতাবটি হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পড়া। কেবল নিজেই পড়বেন না, বরং পরিবারের সবাইকে বইটি পড়ার প্রতি

উদ্বুদ্ধ করবেন। ইসলামী বোনদের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর 'ইসলামী বোনদের নামায' কিতাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী বোনদের পক্ষে কিতাবটি পড়া অত্যন্ত প্রয়োজন। বড়ই আফসোসের কথা, বর্তমান যুগে পার্থিব জ্ঞান অর্জনের জন্য তো অনেক ধরনের চেষ্টাই করা হয়ে থাকে। এবং তা অর্জনের জন্য বড় ধরনের সম্পদ ও সময়ও উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু যেই নামায দীন-ইসলামের স্তম্ভ, সেটির মাসআলাগুলো শিখার জন্য কেহই কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে না। সম্ভবত: এলমে দীন হতে বঞ্চিত হওয়ার এবং তাড়াহুড়া করার কারণে আমাদের নামাযগুলো বরবাদ হয়ে যায়। আমরা বুঝতেও পারি না যে, আমাদের আসলাফ ও বুজর্গানে দীনদের নামাযের সাথে আত্মারই সম্পর্ক ছিল। সেসব বুজর্গরা নামাযের সব ধরনের আদব-কায়দা রক্ষা করার প্রতি অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। ফরয তো ফরযই, নফলগুলোও খুবই ধীরে-সুস্থে শান্ত ভাবে আদায় করতেন। আসুন, তারগীবের জন্য এ পর্যায়ে আমরা বুজর্গানে দীনদের তিনটি ঘটনা শুনি।

১. আ'লা হযরতের নামায :

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন চিশতী নিযামী ফখরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه, যিনি কয়েক বৎসর আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ফতোয়া লিখার খিদমত হাছিল করেছিলেন, বলছেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সারা জীবনই আবশ্যিক রূপে জামাতের সাথেই নামায পড়েছেন। যতই গরমের দিন হোক না কেন তিনি আমামা এবং আলখাল্লা পরেই নামায আদায় করতেন। (অর্থাৎ নামায পড়ার জন্য লেবাসেও বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন)। বিশেষ করে ফরয নামায তো কেবল টুপি আর কোর্তা দিয়ে কখনো আদায় করেন নি। তিনি আরো বলেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যেই ধরনের সাবধানতার সাথে নামায পড়তেন, বর্তমানে তা দেখাই যায় না। চিরদিন আমার দুই রাকাত নামাযে তাঁর এক রাকাতই হত। অথচ অন্যরা আমার চার রাকাতে অন্তত ছয় রাকাত নামায পড়ে নিতেন। বরং কেউ কেউ আট রাকাতও পড়ে ফেলতেন। **(হায়াতে আলা হযরত। ১/১৫৩)**

হো জায়েঁ মাওলা মসজিদেঁ আবাদ সব কি সব
সব কো নামাযী দেয় বানা এয়া রব্বে মোস্তফা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

২. সেই কাঠটি কোথায়?

হযরত সায়্যিদুনা আবুল আহওয়াস رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলছেন, হযরত সায়্যিদুনা মনছুর বিন মুয়াম্মার رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর স্ত্রী তাঁর আব্বাজানকে বললেন: আব্বাজান! হযরত সায়্যিদুনা মনছুর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর ছাদে একটি কাঠ ছিল, সেটি কোথায় গেল? তিনি জবাবে বললেন, বাবা! (সেটি কাঠ নয়) সেটি ছিল স্বয়ং হযরত সায়্যিদুনা মনছুর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ । তিনি রাতের বেলায় কেয়াম করতেন। (হিলিয়াতুল আউলিয়া। মনছুর বিন মুয়াম্মার, পৃষ্ঠা ৪৬। নম্বরঃ ৬২৬৯) তাঁর ব্যাপারে হযরত সায়্যিদুনা আলা বিন সালেম আবদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলতেন, হযরত সায়্যিদুনা মনছুর বিন মুয়াম্মার رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ তাঁর ছাদে নামায পড়তেন। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন, তখন কোনো এক পুত্র তাঁর মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আম্মাজান! অমুকদের ছাদে যে একটি খেজুর গাছ ছিল, সেটি এখন দেখা যায় না কেন? মা বললেন, বাবা! সেটি গাছ নয়; সেটি হযরত সায়্যিদুনা মনছুর বিন মুয়াম্মারই ছিলেন। (তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন)। তিনি ইন্তেকাল হয়ে গেছেন।

(হিলিয়াতুল আউলিয়া। মনছুর বিন মুয়াম্মার, পৃষ্ঠা ৪৬। নম্বরঃ ৬২৬০)

মাঁই পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়োঁ বা জামাআত
হো তাওফিক এয়সী আতা এয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

৩. হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আছম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর নামাযঃ

হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আছম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ একবার হযরত আছেম বিন ইউসুফ মুহাদ্দিস رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তশরিফ আনলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা আছেম বিন ইউসুফ তাঁকে বললেন, হে হাতেম! আপনি কি নামায উত্তম রূপে আদায় করেন? তিনি জবাব দিলেন, জী হাঁ। হযরত সায়্যিদুনা আছেম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ জিজ্ঞাসা করলেন, একটু বলুন তো আপনি কীভাবে নামায আদায়

করেন? তখন হযরত সায়্যিদুনা হাতেম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন, নামাযের সময় যখন সন্নিকট হয়, তখন আমি অত্যন্ত কামেল তরিকায় অযু করি। তারপর নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথেই মুসল্লায় পা রাখি। এমনভাবে দাঁড়াই যেন আমার দেহের প্রতিটি জোড়া স্বস্থানে স্থির হয় বসে যায়। তারপর আমি মনে মনে এই কল্পনা করি যে, কাবা ঘর আমার দুই চোখের মাঝখানে, মকামে ইবরাহীম আমার চোখের সামনে। তারপর মনে মনে এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, আমার জাহেরী অবস্থা এবং মনের গোপন অবস্থার কথা আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন। আমি এমনভাবে দাঁড়াই যেন পুলসিরাতের উপরই আমার কদম। জান্নাত আমার ডান দিকে। জাহান্নাম আমার বাম দিকে। মালাকুল মাওত আমার পেছনে। আর যেন এটাই আমার জীবনের শেষ নামায। তারপর অত্যন্ত ইখলাসের সাথে তকবীরে তাহরীমা বলি। তারপর যার পর নাই মনোযোগ সহকারে ক্বেরাত পাঠ করি। তারপর অত্যন্ত বিনয় সহকারে রুকু করি। তারপর অত্যন্ত ইনকেসারীর সাথে সিজদা করি। এভাবে সম্পূর্ণ নামায খুবই খুযু-খুশুর সাথে আদায় করি। এসব শুনে হযরত সায়্যিদুনা আছেম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হাতেম! আপনি কি সত্যি সত্যি সদা-সর্বদা প্রতি ওয়াক্তের নামায এই নিয়মেই পড়েন? তখন তিনি জবাবে বললেন, জী হাঁ। ত্রিশ বৎসর যাবৎ সদা-সর্বদা এবং প্রতি ওয়াক্তের নামায আমি এভাবেই পড়ে থাকি।

(রূহুল বয়ান। ১/৩৩)

আওকাত কে আন্দর হি পড়োঁ সারী নামাযেঁ
আল্লাহ্! ইবাদত মেঁ মেরে দিল কো লাগা দেয়। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো, আমাদের বুজর্গানে দীনেরা কী রকম খুযু-খুশু, যাওক-শাওক এবং একাগ্রতার সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামায পড়তেন। আরেক আছি আমরা। কোনো সময়ে নামায পড়ার সুযোগ যদি হয়েও যায়, সেখানেও কত অলসতা, কত কাহেলী, কত অমনোযোগিতা, কত এদিক-ওদিক দেখা-দেখি করা। ফলে খুযূ-খুশূ বলতে একেবারেই অর্জিত হয় না।

কোন্ রোকনটির সময় কোথায় দৃষ্টি থাকা দরকার

খলিফায়ে আলা হযরত মাওলানা সাইয়িদ আইয়ুব আলী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফরমাচ্ছেন, (একদিন) যোহর নামাযের পর আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসজিদে অযিফা পাঠ করছিলেন। এমন সময় কোনো এক ভিনদেশী মানুষ তাঁর সামনে এসে নামাযের নিয়্যত বাঁধলেন। যখন রুকুতে গেলেন, ঘাঁড় তুলে সেজদার জায়গার দিকে দেখতে লাগলেন। তাঁর নামায শেষ হলে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লোকটিকে কাছে ডেকে বললেন, রুকুর সময় আপনি ঘাঁড় অত উপরে করেছিলেন কেন? লোকটি বললেন, হুজুর! সেজদার জায়গায় দৃষ্টি রেখেছিলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, সেজদা সময় কোন্ দিকে দৃষ্টি রাখবেন? (অর্থাৎ যে কোনো অবস্থাতেই সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি রাখবেন না)। তারপর বললেন, কেয়ামের সময় সেজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখবেন। রুকুর সময় পায়ের আঙ্গুলের উপর। রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বুকের উপর। সেজদায় সময় নাকের উপর। কুঊদ বা আত তাহিয়্যাত পড়ার সময় কোলের উপর দৃষ্টি রাখবেন। তাছাড়া সালামে ফিরাবার সময় কাতিবীনদের (আমল-লিখিয়ে ফেরেশতাদের) প্রতি খেয়াল করে কাঁধের উপর দৃষ্টি রাখবেন। **(হায়াতে আলা হযরত। ১/৩০৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেল নামাযে এদিক-সেদিক দেখা বাদ দিতে হবে। মনে রাখবেন, নামাযে এদিক-সেদিক দেখার ফলে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। মন নামাযের স্থলে অন্য দিকে চলে যায়। হয়ত সেই কারণেই নামায পড়া সত্ত্বেও আমরা তা থেকে স্বাদ অনুভব করতে পারি না, মনেও নামাযের বাস্তব যাওক-শাওক পয়দা হয় না। ফলে মামুলি ধরনের মাথা ব্যথা, নগণ্য ধরনের রোগ-শোক কিংবা কেবল অলসতার কারণে আমাদের নামাযগুলো প্রায় কাযা হয়ে যায়। তাছাড়া এমন অনেক মানুষও আছে, যখন তাদের এক কিংবা কয়েক ওয়াক্তের নামায বাকি থেকে যায়, তখন সপ্তাহ সপ্তাহ এমনকি মাসকে মাস ইচ্ছাকৃত ভাবে নামায পড়া বাদ দিয়ে ফেলে। কোনো ইসলামী ভাই যদি তাদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে

নামাযের প্রতি তারগীব দেন, তখন তারা বলেন, এবার ইনশা আল্লাহ্ আগামী জুমা থেকে নতুন করে নামায পড়া শুরু করব। অথবা আগামী রমযান থেকে যথারীতি নামায পড়ব। মনে হয় যেন কোনো ধরনের লজ্জা কিংবা ইতস্ততবোধ ছাড়াই বরং বড়ই বাহাদুরীর সাথে এই কথা স্বীকার করে যান যে, নামায তরক করার এই কবীরা গুনাহ্ আমি আগামী জুমার দিন পর্যন্ত অথবা আগামী রমযান পর্যন্ত লাগাতার অব্যাহত রাখব। নি:সন্দেহে এগুলো আল্লাহ্র ভয় ও এবাদতের প্রতি যাওক-শাওক না থাকারই আপদ। নচেৎ যার মনে আল্লাহ্র ভয় এবং এবাদতের প্রতি যাওক-শাওক থাকবে, সে সদা-সর্বদা নামাযের পাবন্দী বজায় রাখবে। আর আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকবে। আমাদের আসলাফ ও বুজর্গানে দীনেরা চরম অসুস্থতা, বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা অথবা অত্যন্ত শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও নামাযের প্রতি অলসতা করতেন না। বরং যেই পর্যন্ত শরীয়তভিত্তিক কোনো অপারগতা সৃষ্টি না হত, বা-জামাআত নামায পড়ার পাবন্দী বজায় রাখতেন। যথা:

অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় :

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফরমাচ্ছেন, হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন মাছরাফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্পর্কে তাঁর এক প্রতিবেশী বলেছেন, তিনি অসুস্থ। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তখন হযরত সায়্যিদুনা যুবায়দ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁকে বললেন, উঠুন, নামায পড়ে নিন। আমার মনে হয় আপনি নামায পড়তে ভালবাসেন। এই কথা শোনামাত্র তিনি নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

(হিলিয়াতুল আউলিয়া। তালহা বিন মাছরাফ। ৫/২১। নম্বর: ৬১৭১)

বা-জামাত নামায পড়ার দৃষ্টান্তহীন পাবন্দী :

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আরআরাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন কুত্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আমাশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কথা স্মরণ করে বলতেন, তিনি অতি বড় ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। বা-জামাত নামায পড়তেন। প্রথম ছফে নামায পড়ার পাবন্দী ছিল। তিনি

আরো বলতেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আমাশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইসলামের নিশানী (অর্থাৎ বার্ধক্যজনিত দুর্বল) ছিলেন। দেওয়াল ধরে ধরে তিনি প্রথম কাতারে চলে যেতেন। (হিলিয়াতুল আউলিয়া। সোলায়মান আল আমাশ। ৫/৫৮। নম্বর: ৬৩১)

মাঁই সাথ জামাআত কে পড়োঁ সারি নামাযেঁ
আল্লাহ্! ইবাদত মেঁ মেরে দিল কো লাগা দেয়। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, বানিয়ে দাওয়াতে ইসলামী হযরত আল্লামা মাওলনা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াছ আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে অপারেশন করার সিদ্ধান্তে আসতে হল। ফলে ২০০২ সনের ২১ ডিসেম্বর হায়দ্রাবাদের রাজপুতনা হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ডাক্তার সাহেব দুপুর অথবা সন্ধ্যা বেলায় অপারেশনের সময় স্থির করতে চাইলে তিনি বললেন, আমি চাই যে, আমার কোনো নামায বেহুশ অবস্থায় না যায়। তাই এশার নামাযের পর অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। অপারেশনের অগে উভয় হাত টেবিলের দুই পাশে বেঁধে দেওয়া হল। পরে যখন খোলা হল, দেখা গেল তিনি হাত দুইখানি নামাযের কেয়ামের মত করে বেঁধে নিলেন। তখনো তিনি আধা বেহুশই ছিলেন। ব্যথায় কাঁতরাবার কথা। কিন্তু সেই স্থলে তাঁর জবান দিয়ে আল্লাহ্‌র যিকির, দরূদ ও মুনাজাত জারি হয়ে গেল। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ফজরের সময় হয়ে গেল নাকি? সময় হলে আমাকে পাক করে দাও। ইনশা আল্লাহ্ আমি ফজরের নামায পড়ব। কেউ জবাব দিল, ফজরের নামাযের সময় এখনো অনেক দেরি আছে।

(আমীরে আহলে সুন্নাত কে অপারেশন কি ঈমান আফরোয ঝলকিয়াঁ, পৃষ্ঠা ১-৩)

আলাা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোনো এক ফতোয়া লিখতে গিয়ে খানেক বিলম্ব করেছিলেন। সেটির জবাবে তিনি লিখেছিলেন: আপনার রেজিস্ট্রী হয়েছে রবিউল আখের শরীফের ১৫ তারিখে। আমি ১২ রবিউল আউয়াল শরীফের মজলিস পড়ে (অর্থাৎ বয়ান করে) সন্ধ্যা হতেই এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে, এর আগে কখনো তেমন অসুস্থ হই নি। আমি অছিয়তনামা লিখে

দিয়েছিলাম। আজো পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই আছি। মসাজিদ আমার দরজার সাথেই। চেয়াসে বসিয়ে আমাকে চারজন লোক মসজিদে নিয়ে যায়, আবার নিয়ে আসে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া। ৯/৫৪৭)

মাঁই সাথ জামাআত কে পড়োঁ সারী নামাযেঁ
আল্লাহ্! ইবাদত মেঁ মেরে দিল কো লাগা দেয়। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এমন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়ও জামাত বাদ দিয়ে ঘরে বসে নামায পড়ে নেওয়া মেনে নিতে পারেন নি। অথচ এমন ধরনের অসুস্থতা নি:সন্দেহেই জামাত তরক করার পক্ষে একটি শরয়ী ওজরই বটে। বানিয়ে জামেয়া আশরাফিয়া হাফেযে মিল্লাত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সেই অসুস্থতার কথা এভাবে ব্যক্ত করেন: একদিন তাঁকে মসজিদে নিয়ে যাবার মত কেউ ছিল না। এদিকে জামাতের সময় হয়ে গেল। তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অপারগ হয়ে তিনি নিজেই কোনো রকম হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে (মসাজিদে) চলে এলেন। এবং বা-জামাত নামায পড়লেন। বর্তমানে সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও সব ধরনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নামায তরক করার এবং জামাত তরক করার এই পরিবেশে ঘটনাটি বড় এক শিক্ষণীয়ই বটে। সুতরাং আমাদেরও উচিত মামুলি অসুখ, মাথা ব্যথা কিংবা নগণ্য ধরনের মনের পেরেশানী অবস্থায় নামায তরক না করে বরং সেই স্থলে নিজেকে মসজিদের প্রথম কাতারে তাকবীরে-উলার সাথে বা-জামাত নামায আদায় করার পাবন্দ বানানো। মনে রাখবেন, শরীয়তের গহণযোগ্য ওজর ব্যতীত মসজিদের জামাত তরক করা গুনাহ। যেমন: বাহারে শরীয়তে উল্লেখ রয়েছে, আকেল, বালেগ, আযাদ ও সামর্থবানের উপর জামাত ওয়াজিব। বিনা ওজরে একবারও যদি তরক করে তাহলে গুনাহ্গার হবে, সাজার যোগ্য বিবেচিত হবে। আর যদি কয়েক বার তরক করে, তাহলে সে ফাসেক হিসাবে গণ্য হবে, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। (বাহারে শরীয়ত। হিসসা: ৩। ১/৫৮২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোনোই সন্দেহ নাই যে, মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন হল শয়তান, যাকে আল্লাহ্‌র পাক দরবার হতে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত রূপে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অভিশপ্ত শয়তান কখনো চাইবে না যে, সে নিজে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার কারণে জাহান্নামে যাবে, অথচ আমরা আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদারী করে জান্নাতের হকদার হয়ে যাব। তাই সে প্রতি নিয়ত আমাদেরকে নামায-রোযার পাবন্দীসহ অন্যান্য যে কোনো ইবাদত পালন করা থেকে রুখে রাখার চেষ্টায় লেগে থাকে। প্রথম প্রথম নফল-মুস্তাহাব থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখে। তারপর সুন্নাতগুলোও বাদ দেওয়ায়। তারপর আসে ওয়াজিবের পালা। অবশেষে এক সময়ে ফরয ইত্যাদি হতেও বঞ্চিত করে ছাড়ে। আজ যদি আমরা জামাত তরক করি, তাহলে কাল তো শয়তানের কথায় নামায থেকেই হাত ধুয়ে ফেলব। এই কারণেই আমাদের আসলাফে কেরাম প্রথমত: জামাতই তরক করতেন না। আর যদি কোনো শরয়ী ওজরের ভিত্তিতে কখনো জামাত হারাতেও হত, তবু সেটির জন্য এতই আফসোস করতেন যে, অগত্যা হারাতে হওয়া সেই জামাতেরও নিজে থেকে তরক করার অপরাধবোধ নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে মার্জনা ভিক্ষায় লেগে যেতেন। যেমন:

জামাত ছাড়তে হওয়ায় সারা রাত ইবাদত:

হযরত সায়্যিদুনা নাফে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ফরমাচ্ছেন, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কখনো যদি (শরীয়তের কোনো গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে) এশার জামাতে আসতে না পারতেন, তাহলে সারা রাত ইবাদত করে করেই কাটিয়ে দিতেন। **(আল্লাহ্‌ওয়ালোঁ কি বাতেঁ। ১/৫৩৩)**

মোট কথা, নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। নামায পড়া দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের অন্যতম মাধ্যম। আর তরক করা কবীরা গুনাহ্ এবং দুনিয়া-আখিরাতে মাহরূম যাবার কারণ। তাই নামাযগুলো যথাযথ আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে সেটির উপর অটল থাকতে পারার জন্য দোয়াও করতে হবে। পবিত্র

কুরআনে স্থানে স্থানে কেবল নামায পড়ার হুকুমই প্রদান করা হয়নি, বরং বড় বড় প্রতিদান ও সওয়াবের কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে সেটির প্রতি উদ্বুদ্ধও করা হয়েছে। আসুন, এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র চারটি বাণী শোনা যাক:

নামায সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র চারটি বাণী:

وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾

(পারা: ৬। আন নিসা: ১৬২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নামায প্রতিষ্ঠাকারীগণ, যাকাত প্রধানকারীগণ এবং আল্লাহ্‌ ও কিয়ামতের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ। এমন লোকদেরকে আমি অনতিবিলম্বে বড় সাওয়াব দান করবো।

وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ وَ هُوَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۷۲﴾

(পারা: ৭। আল আনআম: ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং এ যে, নামায কায়েম রাখো এবং তাঁকেই ভয় করো, এবং তিনিই হন, যাঁর প্রতি তোমাদের উত্থান।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

(পারা: ২। আল বাকারা: ২৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সজাগ দৃষ্টি রেখো সমস্ত নামাযের প্রতি এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহ্‌র সম্মুখে আদব সহকারে।

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

(পারা: ১। আল বাকারা: ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নামায কায়েম রাখো ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ করো।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه শেষ আয়াতটি সম্পর্কে ফরমাচ্ছেন, আয়াতটিতে নামায ও

যাকাত ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে, নামায যথাযথ হক আদায় করার মাধ্যমে এবং রোকনগুলোকে হেফাযত করার মাধ্যমে আদায় করতে হবে। মাস্আলা : (আয়াতটিতে) নামাযের প্রতি তারগীবও করা হয়েছে।

জামাত তরক করার সতর্কীকরণ:

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস এবং হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ফরমাচ্ছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে মিম্বরের উপর ইরশাদ করতে শুনেছি: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ। হয় মানুষ জামাত তরক করা বাদ দেবে, নয় আল্লাহ্ তাদের অন্তরগুলোতে সীল মেরে দেবেন। ফলে তারা গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকবে। (ইবনে মাজাহ। কিতাবুল মাসাজিদি ওয়াল জামাআহ্। বাবুত তাগলীযি ফিত তাখাল্লুফি আনিল জামাআহ্। ১/৪৩৬, হাদীস-৭৯৪)

অপর এক হাদিসে এই সতর্কীকরণটি জুমার নামায তরক করার বিষয়ে এসেছে। যথা নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, হয় মানুষ জুমা তরক করা বাদ দেবে, না হয় আল্লাহ্ তাদের অন্তরগুলোতে সীল মেরে দেবেন। ফলে তারা গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকবে। (মুসলিম। কিতাবুল জুমুআহ্। বাবুত তাগলীযি ফি তরকিল জুমুআহ্, পৃষ্ঠা ৪৩০, হাদীস-৮৬৫)

মুফাসসিরে শহীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হাদিসটির টীকায় ফরমাচ্ছেন, মনে রাখবেন, এখানে উক্তির দৃষ্টিভঙ্গি হয় মুনাফিকদের প্রতি, যারা জুমা (বা সাধারণ নামাযগুলোতে) উপস্থিত হত না, না হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুসলমানদের প্রতি। নাহয় কোনো সাহাবীই জুমা (নামায কিংবা জামাত) তরক করতেন না। (মিরআতুল মানাজীহ। ২/৩৩০)

মাঁই পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়োঁ বা জামাআত
হো তাওফিক এয়সী আতা এয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাহমাতে আলম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ (নাসায়ী। কিতাবু ওশরাতিন নিসা। বাবু হুব্বিন নিসা, পৃষ্ঠা ৬৪৪, হাদীস-৩৯৪৬) নামাযের মধ্যে আমার চোখের শৈথিল্য রাখা হয়েছে। এবার বলুন, সে কোন্ ধরনের আশেকে-রাসূল হবে, যে তার মাহবুবের চোখের শান্তি ও শৈথিল্যের দিকে দৃষ্টি দিতে চাইবে না? তাই আমাদের উচিত নামাযের পাবন্দী বজায় রাখার মাধ্যমে প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখ দুইটিকে শীতল করা, নিজেদেরকে হাদিসাদিতে বর্ণিত হওয়া নামাযের ফযীলত ও বরকতের অধিকারী বানানো। সরকারে ওয়ালা তাবার, আমরা অসহায়দের মদদগার, শফীয়ে রোযে শুমার, দো আলমের মালিক ও মুখতার, হাবীবে পরওয়ারদেগার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায কায়েম রাখার এবং জামাত সহকারে নামায আদায় করার জন্য মসজিদে গমন করার তরগীবও দিয়েছেন। নামাযের ফাযায়িলও বয়ান করেছেন। আসুন, তারগীবের জন্য কয়েকটি হাদিস শুনুন:

হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا، আবাদ এলাকায় আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হল মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃনিত জায়গা হাট-বাজার। (মুসলিম। কিতাবুল মাসাজিদ। বাবু ফদ্বলিল জুলুসি ফি মুসাল্লাহু, পৃষ্ঠা ৩৩৭, হাদীস-৬৭১)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হুজুরে পাক, ছাহেবে লাওলাক, সাইয়্যাহে আফলাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهٗ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ কোনো ব্যক্তি যখন সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে গমন করে, যতবারই গমন করে, ততবারই আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে আতিথেয়তা তৈরি করবেন।

(মুসলিম। কিতাবুল মাসাজিদ। বাবুল মাশিয়ি ইলাস সালাত, পৃষ্ঠা ৩৩৬, হাদীস-৬৬৯)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ، যেই দিন আল্লাহ্‌র আরশ ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেই দিন সাত

ধরনের মানুষকে আল্লাহ্‌র আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। অত:পর সেই সাত ধরনের মানুষদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এও ইরশাদ করেন: وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ সেই ব্যক্তি (-ও কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আরশের ছায়ায় স্থান পাবে) যার অন্তর মসজিদ থেকে চলে যাওয়ার পরও পুনরায় না আসা পর্যন্ত মসজিদের প্রতি টানা থাকে।

(তিরমিযী। কিতাবুয যুহদ। বাবু মা জাআ ফিল হুব্বি ফিল্লাহ্। ৪/১৮৪, হাদীস-২৩৯৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখতে পেলেন, মসজিদের সাথে অন্তর টানা থাকা, নামাযের পাবন্দী করা এবং জামাতের সাথে নামায পড়ার কী কী ধরনের ফযীলত ও বরকত রয়েছে। অতএব, আমাদেরও উচিত আল্লাহ্‌র রেজামন্দি হাছিল করার জন্য সর্বদা বা-জামাত নামায আদায় করা। সেটি করার জন্য আমাদেরকে যত কষ্টই পোহাতে হোক না কেন। বর্তমানে মসজিদ যদি আমাদের ঘর থেকে সামান্য দূর হয়, তহালে আমরা মামুলি ধরনের ক্লান্তি ও অলসতার অজুহাতে কেবল জামাত তরক করার গুনাহ্‌র শিকারই হই না, বরং জামাতে নামায পড়ার ন্যায় মহান সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাই। মনে রাখবেন, যেই নেক কাজটি যত কষ্টকর হয়ে থাকবে, সেটির প্রতিদানও তত অধিক হয়ে থাকে। তদুপরি নামাযের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গমনকারী ব্যক্তির কদমের কথাই তো আলাদা। যেমন হাদিসে-পাকে ইরশাদ হচ্ছে, (আরবি আছে) মসজিদ হতে যারা দূরত্বে রয়েছে, তাদের জন্য অধিক সওয়াব রয়েছে। যে যত বেশি দূরে, তার জন্য তত বেশি সওয়াব। (অর্থাৎ মসজিদ হতে ঘরের দূরত্ব যতই বেশি হবে, সওয়াব ততই বৃদ্ধি হতে থাকবে)।

(ইবনে মাজাহ। কিতাবুল মাসাজিদি ওয়াল জামাআত। বাব: আল আবআদু ফাল আবআদু। ১/৪৩১, হাদীস-৭৮২)

হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ফরমাচ্ছেন, মসজিদে-নববীর পাশে কিছু জায়গা খালি হয়ে গেল। ফলে বনী সালমা (গোত্রের সাহাবায়ে কেরাম) বাসনা করলেন, তাঁরা মসজিদের নিকটে সেখানে চলে আসবেন। নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই কথা জানতে পেরে ইরশাদ করলেন, আমি জানতে পারলাম যে, তোমরা মসজিদের কাছে চলে আসতে চাও। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সে কথা সত্য। আমরা এখানে চলে আসতে

চাই। তখন ইরশাদ করলেন, হে বনী সালমা! তোমরা তোমাদের আগের ঘরেই থাক। তাহলে তোমাদের কদমগুলো গণনা করে করে লেখা হবে। তিনি পুনরায় এই কথাই ব্যক্ত করলেন। বানী সালমা গোত্রের সাহাবারা বলছেন, তাই ঘর নিয়ে আসা আমাদের পছন্দ হল না। (অর্থাৎ নবী পাকের সেই সুসংবাদের কারণে আমরা ঘর বদল করে মসজিদের কাছে চলে আসার বাসনা বাদ দিয়ে দিলাম)।

(মুসলিম। কিতাবুল মাসাজিদ। বাবু ফদ্বলি কাছরাতিল খত্‌য়ি ইলাল মসজিদ, পৃষ্ঠা ৩৩৫, হাদীস-২৮০-২৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদিও জামাত হাছিল করতে পারা অত্যন্ত ফযীলতের কাজ কিন্তু এও মনে রাখবেন যে, জামাত বা রাকাত হাছিল করার জন্য মসজিদের ভেতরে দৌড়াদৌড়ি করা নিষেধ। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মালফূযাত শরীফে মসজিদের আহকাম ও আবদ সম্বন্ধে বয়ান করতে গিয়ে ইরশাদ করছেন, মসজিদে দৌড়ানো বা সজোরে হাটা যা দ্বারা ঢমক পয়দা হয় নিষেধ। **(মালফূযাতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা ৩১৮)** অতএব নামাযের জন্য আমাদের এমন সময়ে আসা উচিত যেই সময়ে এলে সহজ ভাবে জামাত পেয়ে যাব, দৌড়াতেও না হয়। কেউ কেউ আযানের পরেও তাদের কথাবার্তা এবং অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ করে না। পরে যখন জামাত আরম্ভ হয়, তখন মসজিদের দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। অথচ হাদিস শরীফে এগুলোকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন সরকারে দো আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, (আরবি আছে) তোমরা দৌড়াদৌড়ি করে মসজিদে আসবে না। বরং শান্তিভাবে ধীরে ধীরে (যথানিয়মে হেটে হেটে) মসজিদে আসবে। সেভাবে এসে যত রাকাত পাবে, জামাতের সাথে পড়ে নেবে। যে রাকাতগুলো বাকি থেকে যাবে, সেগুলো (ইমামের সালাম ফেরানোর পর) পড়ে দেবে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ। মুসনাদে আবি হোরায়রা। ৩/২২, হাদীস-৭২৩৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন-হাদিসে যেসব জায়গায় নামায পড়ার ফাযায়িল ও বরকতের কথা বর্ণিত হয়ছে, সেসব জায়গায় নামায কাযা করা কিংবা তরক করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কীকরণও বর্ণিত হয়েছে। যেমন পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৫৯-এ ইরশাদ হচ্ছে:

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾ (পারা: ১৬। সূরা: মরিয়ম: ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে এ অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ আসলো, যারা নামায সমূহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য' -এর জঙ্গল পাবে।

ভয়ানক উপত্যকার ভয়াল কূপ :

বর্ণিত আয়াতে 'গাই'এর কথা উল্লেখ রয়েছে। 'গাই' মানে জাহান্নামের একটি উপত্যকা। সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরীকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ ফরমাচ্ছেন: 'গাই' হল জাহান্নামের একটি উপত্যকা। সেটির উত্তাপ ও গভীরতা সর্বাধিক। সেখানে একটি কূপ রয়েছে। কূপটির নাম 'হাবহাব'। জাহান্নামের আগুন যখন নিভে যাবার উপক্রম হয়, তখন আল্লাহ্ কূপটি উম্মুক্ত করে দেন। ফলে জাহান্নামের আগুন আগরে ন্যায় উদ্গীরণ হতে থাকে। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন: (كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنٰهُمۡ سَعِيۡرًا ﴿۹۷﴾) (পারা: ১৫। বনী ইসরাঈল: ৯৭) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যখন কখনো স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দেবো)। আরো ইরশাদ করেন, এই কূপটি বে-নামাযী, জেনাখোর, শরাবী, সূদখোর এবং মাতা-পিতাকে যারা কষ্ট দেয় তাদের জন্য।

মনে রাখবেন! ইচ্ছাকৃত ভাবে একটি নামায তরক করাও কবীরা গুনাহ্। ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, জিলদ: ৯ এবং ১৫৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, যেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কেবল এক ওয়াক্তের নামায তরক করল, সে হাজার বৎসর জাহান্নামে থাকার যোগ্য হল, যতক্ষণ তাওবা করল না কিংবা কাযা করে দিল না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুমান করুন, যেক্ষেত্রে কেবল এক ওয়াক্ত নামায ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করাতে হাজার বৎসর যাবৎ জাহান্নামে থাকতে হবে, সেক্ষেত্রে যেই ব্যক্তি সারা দিনের সব নামাযই ইচ্ছাকৃত ভাবে তরক করে, বরং তাতে সে অভ্যস্তও, নামায মূলত: পড়েই না, তাকে কেমন ধরনের আযাবের সম্মুখীন হতে হবে! অতএব যত শীঘ্র পারা যায়, বরং আজই, এক্ষুণি নামায তরক করার কবীরা গুনাহ্ থেকে সত্যিকার মনে তাওবা করে নিন। পাশাপাশি যথা-নিয়মে পাবন্দীর সাথে নামায পড়া আরম্ভ করার সাথে সাথে কাযা নামাযগুলো আদায় করে দেবার নিয়্যতও করে নিন। নচেৎ মনে রাখবেন, কোনো অবস্থাতেই জাহান্নামের শাস্তি বরদাশত করতে পারবেন না। বর্ণিত আছে যে, যেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের সবচেয়ে লঘু শাস্তি দেওয়া হবে, সেই শাস্তির কষ্ট সে এমনভাবে অনুভব করবে যে, সে মনে করবে, সবচেয়ে গুরু শাস্তি তাকেই দেওয়া হচ্ছে। অথচ ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ফরমাচ্ছেন, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, জাহান্নামীদের মধ্য হতে সবচেয়ে লঘু শাস্তি যাকে দেওয়া হবে, তাকে আগুনের জুতো পরানো হবে। ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে।

(বুখারী। বাবু ছিফতিল জান্নাতি ওয়ান নার।। ৪/২৬২, হাদীস-৬৫৬১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

জামিয়াতুল মদীনার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযসহ অপরাপর নেক কাজসমূহে ইস্তিকামত হাছিল করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মাহওলের সাথে যোগ দেওয়া অত্যন্ত উপকারী বিষয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানকার এই ফিতনার যুগে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মাহওল একটি অতি বড় নেয়ামত। এটির উপর আল্লাহ্র যত বড় শোকরই আদায় করা হোক না কেন, কমই হবে। অতএব, মাদানী নিবেদন যে, দাওয়াতে ইসলামীর সুরভিত মাদানী মাহওলের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকবেন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতের অধিক কল্যাণ লাভ করতে পারবেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই লেখাটি

লেখা পর্যন্ত দাওয়াতে ইসলামী ৯৭টিরও অধিক বিভাগে সুন্নাতের খিদমতে নিয়োজিত রয়েছে। তন্মধ্য হতে একটি বিভাগ জামিয়াতুল মদীনাও। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়ার পবিত্র উদ্যোগের আওতায় ইলমে দীনকে সর্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় জামিয়াতুল মদীনার সর্বপ্রথম শাখা ১৯৯৫ সনে নিউ করাচী এলাকার গোধরা কলোনী বাবুল মদীনা, করাচীতেই খোলা হয়। বর্তমানেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ-বিদেশে যেমন পাকিস্তান, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নেপাল এবং বাংলাদেশে অনেক অনেক জামিয়াতুল মদীনা লিল বানীন ওয়াল বানাত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাজার হাজার ইসলামী ভাই-বোনেরা ইলমে দীন হাছিল করে কেবল নিজেদের ইলমী পিপাসাই নিবারণ করছেন না, বরং অন্যদেরকেও ইলমের ফয়যান দ্বারা নূরানী করার কাজে ব্রতী রয়েছেন। এসব জামিয়াতুল মদীনার বৈশিষ্ট্য হল এগুলোতে দীনি তালীম দিয়ে সুসজ্জিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে আখলাকী ও রূহানী তারবিয়াতও প্রদান করা হয়। সুতরাং আপনিও আপনার সন্তানদেরকে জামিয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে তাদের এবং আপনার দুনিয়া এবং আখিরাতকে উত্তম করে নিন।

আল্লাহ্ করম এয়সা করে তুঝ পে জাহাঁ মেঁ
আয় দাওয়াতে ইসলামী তেরি ধূম মচী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মাহওলের যে কী সুন্দর সুন্দর মাদানী বাহারসমূহ রয়েছে! আসুন, শুনুন, ঈমান তাজা করুন!

সিনেমা-ভক্ত ব্যক্তি আলিম কীভাবে হলেন!

বাবুল মদীনা করাচীর এক মাদানী ইসলামী ভাই (বয়স প্রায় ৩২ বৎসর) তাঁর আয়েশী জীবনের অবসানের কথা এভাবে ব্যক্ত করছেন: দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মাহওলের সাথে যোগ দেবার আগে আমি গুনাহের অক্টোপাশে আবদ্ধ

ছিলাম। আফসোসের কথা, আমার উঠা-বসাও এমনসব লোকদের সাথে ছিল যারা বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত ছিল। বন্ধুরা মিলে আমরা সবাই সিনেমা দেখতাম। একদিন সন্ধ্যায় আমি বন্ধুর বাসা থেকে সিনেমা দেখে আমার বাসায় চলে আসছিলাম, এমন সময় পথে সবুজ আমামা পরা এক ইসলামী ভাই আমার পথ আটকালেন। ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে আশেকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য আবেদন করলেন। আমি আমার মনের আহ্বানে বাহানা তৈরি করে বললাম, আমি একা কীভাবে যাই? সাথে যদি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবও নেওয়া যেত! ইসলামী ভাইটি মধুর স্বরে আমাকে বললেন, আপনার বন্ধু হয়ে আমি আছি না! তাঁর ভালবাসার নমুনা দেখে আমি তাঁকে এড়িয়ে চলতে পারলাম না। সুতরাং আমি আল্লাহ্‌র রাস্তার মুসাফির হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলায় রাত-দিন আমার ইবাদতে কাটল। আমি গুনাহ্‌র কাজ থেকে দূরে সরে থাকলাম। আল্লাহ্ ও রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির ও দরূদ আমার কানে রস ঢুকাতে লাগল। মন-মেজাজ অন্য রকম উৎফুল্ল হয়ে গেল। সর্বশেষ দিন বিদায়ের পূর্বে আখেরী দোয়া করা হল। আমার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হতে লাগল। আমি গুনাহ্ থেকে তাওবা করলাম। মাথায় সবুজ আমামা শরীফ সাজিয়ে নিলাম। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার পর আমি খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা বাদ দিয়ে দিলাম। আমার দিন-রাত দাওয়াতে ইসলামীর পবিত্র মাদানী মাহওলেই কাটতে লাগল। আমার উপর মুর্শিদের ফয়যের বৃষ্টি ঝামাঝম বর্ষিত হল। আমি জামিয়াতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচীর দরসে নিযামী বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলাম। ২০০০ সনে আমি আমীরে আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়ার হাতে দস্তারে-ফযীলত মাথায় তুললাম। (এটি লেখা পর্যন্ত) জামিয়াতুল মদীনায় আমি আজ এগার বৎসর যাবৎ শিক্ষাদান করে আসছি। পাশাপাশি রোকনে কাবিনা মজলিসে রাবেতা বিল উলামা ওয়াল মাশায়িখের যিম্মাদারীও আমার উপরই ন্যস্ত।

দাওয়াতে ইসলামী কি কাইয়্যুম দোনোঁ জাহাঁ মেঁ মচ জায়ে ধূম
উস পে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা এয়া আল্লাহ্ মেরি ঝূলী ভর দেয়

আল্লাহ্‌র আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর সদকায় আমাদের মাগফিরাত হোক!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখতে পেলেন যে, মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে সিনেমা-ভক্ত এক যুবক দীনি কিতাব অধ্যয়নের ভক্তে পরিণত হয়ে গেলেন। কেবল একজন আলেমই হলেন না, সেই সাথে অন্যদেরও ইলমে দীনের শিক্ষক হয়ে গেলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষের দিকে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই। তাজেদারে রিসালত, শাহেনশাহে নবুওয়ত, মাখযানে জূদ ও সাখাওয়ত, পায়কারে আযমত ও শরাফত, মাহবুবে রব্বে ইজ্জত, মুহসিনে ইনসানিয়ত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকেই ভালবাসল। যেই ব্যক্তি আমাকে ভালবাসল, জান্নাতে সে আমার সঙ্গে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ। কিতাবুল ঈমান। বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্। ১/৯৭, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা
জান্নাত মেঁ পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, আমরা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর '১৬৩ মাদানী ফুল' রিসালাটি থেকে মিসওয়াকের মাদানী ফুল শুনি:

প্রথমে দুইটি ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **শুনন। .....**

১. মিসওয়াক করে দুই রাকাত নামায পড়া মিসওয়াক না করে সত্তর রাকাত পড়া অপেক্ষা উত্তম। (আত তারগীবু ওয়াত তারহীব। ১/১০২, হাদীস-১৮)

২. নিজের উপর মিসওয়াক করাকে আবশ্যিক করে নেবেন। এতে করে মুখ পরিচ্ছন্ন থাকে এবং আল্লাহ্ রাজি থাকেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩৮, হাদীস-৫৮৬৯)

৩. হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, মিসওয়াকের দশটি গুণ: (তন্মধ্য হতে কয়েকটি) মুখ পরিচ্ছন্ন রাখে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের উপর আমল করা হয়, ফেরেশ্তারা খুশি হন, আল্লাহ্র রাজি হন।

৪. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ফরমাচ্ছেন, চারটি বস্তু মেধা বৃদ্ধি করে: অযথা কথাবার্তা পরিহার করা, মিসওয়াক ব্যবহার করা, নেককারদের সাহচর্য, এলম অনুযায়ী আমল করা। (ইহিয়াউল উলূম, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭)

৫. মিসওয়াক পিপল, যাইতুন কিংবা নিম জাতীয় তেতো গাছের ডালের হতে হয়। মোটায় কনিষ্ঠ আঙ্গুল পরিমাণ।

৬. মিসওয়াক ব্যবহারে অযোগ্য হয়ে গেলে সেটি ফেলে দেবেন না। কারণ, এটি একটি সুন্নাত পালন করার হাতিয়ার। সাবধানতার সাথে কোনো স্থানে রেখে দেবেন। অথবা দাফন করে দেবেন। অথবা পাথর জাতীয় ওজনদার কিছুর সাথে বেঁধে সাগরে ডুবিয়ে দেবেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বিভিন্ন ধরনের হাজার হাজার সুন্নাত শেখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়ত, হিসসা: ১৬' এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'সুন্নাতেঁ অওর আদাব' কিতাব দুইটি হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করবেন। সুন্নাতের তারবিয়াতের এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশেকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরও রয়েছে।

তিন দিন হার মাহ্ জু আপনায়ে মাদানী কাফেলা
বে হেসাব উস কা খোদায়া! খুলদ মেঁ হো দাখেলা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

)১ (বুযুর্গরা বলেছেন :যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে)বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে (এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।
)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত(

)২(সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫(

)৩ (রহমতের সত্তরটি দরজা صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ :

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

)৪(এক হাজার দিনের নেকী جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ :

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত ,ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন।)মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩(

) ৫ (ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِىْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন :এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯(

)৬(নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে !যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন :সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে।)আল ক্বাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫(